International Journal of Multidisciplinary Horizon

ISSN: **3049-2017**
IJMH 2026; 3(2): 142-145
© 2026 IJMH
www.themultijournal.com

Received: 24-03-2026
Accepted: 03-04-2026
Publish : 04-04-2026

RASID AKHTAR
M.A in Education
Guest Lecturer In Munshipremchand Mahavidyalaya College,Siliguri, West Bengal, India

Correspondence:
RASID AKHTAR
M.A in Education
Guest Lecturer In Munshipremchand Mahavidyalaya College,Siliguri, West Bengal, India

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার প্রভাব

RASID AKHTAR

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19429292

Abstract: আমাদের এই পৃথিবী সত্যিই বৈচিত্র্যময়। প্রথমেই বলতে হবে আমাদের সমাজে কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে আমরা সবসময় অভিযোজন করছি। আজকের প্রতিটি দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত হয়। সমাজের এই বিশেষ গোষ্ঠীকে মূলধারার সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখলে তারা প্রান্তিক অবস্থায় চলে যায়, যা দ্রারিদ্রের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

Inclusive Education - অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা হলো একটি নীতি বা আদর্শ যাকে মাথায় রেখে আজকের দিনে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে বলতে গেলে সেটি হল (Education for all) সবার জন্য শিক্ষা। আজকের দিনে শিক্ষা সবার জন্য। শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার। প্রত্যেক শিশুর তার নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী শিখবে। সেখানে কোন বাধা থাকবে না। শিশু দুর্বল বা বুদ্ধিদীপ্ত হোক সবরকম ব্যবস্থা বিদ্যালয় গুলিতে রাখতে হবে।

1994 খ্রিস্টাব্দে The Salamanca Statement-এ অন্তর্ভুক্তি শিক্ষা বলতে বলা হয়েছে- "School should accommodate all children regardless of their physical, intellectual, social, emotional, linguistic or other condition".

Keywords: অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার প্রভাব, নতুনত্ব ভাবনা, সমমর্যাদানের সুযোগ শিক্ষা ক্ষেত্রে।

Objective of the study:

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সক্ষমতা অনুযায়ী শেখা ও শিক্ষার গুণগতমান বজায় রাখা।

Research question:

- অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর শেখার কি প্রভাব?
- অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষায় গুণগত মান কতটা বজায় রাখা যায়?
- অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কতটা সমানাধিকার নিশ্চিত করা যায়?

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব:

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার বিশেষ গুরুত্ব আছে কারণ এই অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমেই পিছিয়ে পড়া শিশু, সমান অধিকারের সঙ্গে সাধারণ শিশুদের সাথে এক শ্রেণীকক্ষে শেখার সুযোগ পাচ্ছে হতে পারে কোন কিছু শ্রবণগত দিক থেকে, দৃষ্টিগত দিক থেকে, বুদ্ধিগতভাবে বা শারীরিকভাবে পিছিয়ে আছে কিংবা অতিরিক্ত বুদ্ধি সম্পন্ন বা Gifted children এই ধরনের শিশুদের জন্য বিদ্যালয় বা শ্রেণিকক্ষে ব্যবস্থা রাখতে হবে।

বিশেষ শিক্ষা, সমন্বিত শিক্ষা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ধারণা:

বিশেষ শিক্ষা মূলত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য পরিকল্পিত ও ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার কারণ এই বিশেষ শিক্ষায় যেখানে শিশুদের অনন্য চাহিদা পূরণ বিশেষ উপকরণ, বিশেষ প্রশিক্ষণ কৌশল, বিশেষ সরঞ্জাম ও বিশেষ সহায়তা বা সুবিধা সরবরাহ করে।

সমন্বিত শিক্ষা বা Integrated education:

সমন্বিত শিক্ষা বলতে বোঝায়- প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য এমন শিক্ষাব্যবস্থা যাতে তারা সাধারণ বিদ্যালয়ে বিশেষ পরিষেবা সহায়তায় পড়াশোনা করতে পারে। পূর্বের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য আলাদা করে বিশেষ শিক্ষা কর্মসূচি বা বিশেষ বিদ্যালয় গড়ে উঠতো সেখানে তারা মূল ধারার শ্রেণীকক্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতো। এই ধরনের পৃথকীকরণ, মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বিশেষ দিক থেকে খুবই খারাপ প্রভাব ফেলবে তাই বিশেষ শিশুদের যেন কোন হীনমন্যতাবোধ জন্ম না হয় সেই কারণে সমন্বিত শিক্ষা। সেখানে সাধারণ শিশুদের সাথে একই বিদ্যালয়ে পড়বে তবে দরকারে শ্রেণিকক্ষটা আলাদা করা হবে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য:

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা হলো এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা যেখানে সকল শিশুর তার শারীরিক, মানসিক, বা বৌদ্ধিক ভাবে যেকোন অবস্থাতে থাকুক, যেন একই শ্রেণীকক্ষে একসঙ্গে পড়াশোনা করে সমান সুযোগ ও সম্মান পায়। এই শিক্ষা পদ্ধতি বৈচিত্র্যকে গ্রহণ করে ও ন্যায়সঙ্গত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে, কারণ এটি প্রতিটি শিশুর আলাদা শেখার প্রয়োজন ও ধরনকে গুরুত্ব দিয়ে নমনীয় পাঠদান, পাঠ্যক্রম ও মূল্যায়ন পদ্ধতি গ্রহণ করে।

সকলের জন্য সমান শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ:

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করে যেসব শিশু তাদের শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতা, লিঙ্গ, জাতি, আর্থ-সামাজিক অবস্থান বা পটভূমি নির্বিশেষে সাধারণ বিদ্যালয়ে বাধাহীনভাবে শিক্ষা গ্রহণে সুযোগ পায়। এই ব্যবস্থায় সাধারণ ও বিশেষ শিক্ষার্থী একই সাথে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়।

শিশু কেন্দ্রিক বা শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পাঠদান পদ্ধতি:

এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয় শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিক্ষাদান পদ্ধতির উপরে, যেখানে ভিন্নধর্মী পাঠদান ও নমনীয় পাঠ্যক্রমে ব্যবস্থা করে তাতে প্রতিটি শিক্ষার্থীর চাহিদা, আগ্রহ ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষাদান করা হয়।

নমনীয় পাঠ্যক্রম ও মূল্যায়ন পদ্ধতি:

সবধরনের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য শ্রেণিকক্ষটিতে বিশেষ পরিবর্তন আনতে হয়। পাঠ্য বিষয়বস্তু পাঠদানের কৌশল ও মূল্যায়ন পদ্ধতি এমনভাবে পরিবর্তন ও অভিযোজিত করা হয় যাতে সব শিক্ষার্থী অর্থবহভাবে শেখে ও তার মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে পারে।

ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও উন্নয়ন:

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষায় সাধারণ শিশুদের সাথে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুরা একসাথে শ্রেণিকক্ষে থাকাকালীন একে অপরের সাথে মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকতা বজায় থাকার সম্ভাবনার সাথে তাদের বেশি করে উন্নতি হওয়া শিক্ষাদান প্রক্রিয়া ও কৌশলে।

প্রশিক্ষিত ও সংবেদনশীল শিক্ষক:

অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকগণ প্রশিক্ষিত সহানুভূতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল যারা বৈচিত্র্যময় শিক্ষার্থীদের চাহিদাপূরণে বুঝবেন ও সৃজনশীলমুলক পাঠদান করতে সক্ষম হবেন।

যৌথভাবে শিক্ষাদান ও পরিকল্পনা:

অন্তর্ভুক্তিকরণ সার্থকভাবে কার্যকরী করতে গেলে পরিবার, সমাজ, বিদ্যালয়, প্রশাসন সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে ও পরিকল্পিত ভাবে সকলের শিক্ষাদান পদ্ধতি এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার চ্যালেঞ্জ বা বাধাকারী উপাদান:

আধুনিক যুগে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা রূপায়ণে কিছু বাধার সম্মুখীন আসবে সেগুলি হল-

- **পর্যাপ্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণের অভাব:** অনেক শিক্ষকই বৈচিত্র্যপূর্ণ শিক্ষার্থীদের পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা বা প্রশিক্ষণ পাননা। অন্তর্ভুক্তিমূলক পাঠদান, শ্রেণী ব্যবস্থাপনা কিংবা সহায়ক প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতার অভাবে তারা সব শিক্ষার্থী চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হন।
- **নেতিবাচক মনোভাব ও সচেতনতার অভাব:** শিক্ষা ক্ষেত্রে দেখা যায় বেশিরভাগ সময় বিশেষ শিক্ষার্থীরা সাধারণ শিক্ষার্থীর কাছ থেকে অপমান হয়ে হীনমন্যতাবোধ সৃষ্টি হয়। এছাড়া অনেক শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যেই প্রতিবন্ধী বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রতি ভুল ধারণা, ভীতি বা অজ্ঞতা রয়েছে। সেটা কাটিয়ে ওঠা একটা বিশাল বাধার মতো।
- **উপযুক্ত সম্পদ ও পরিকাঠামোর ঘাটতি:** অনেক বিদ্যালয়ে এই বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় রাম্প, হুইলচেয়ার, সুবিধাযুক্ত শৌচাগার, ব্রেইল বই প্রভৃতি যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা নেই। এছাড়াও ভিড়বহুল শ্রেণীযুক্ত ও অনুপযুক্ত নকশা অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষায় একটা বিশাল প্রতিবন্ধক। অনেক বিদ্যালয়ে বিশেষ শিক্ষার্থীদের জন্য যে সহায়তা বা শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তা খুবই ন্যূনতম।
- **কঠোর পাঠক্রম ও একমুখী শিক্ষণ পদ্ধতি:** একই ধরনের পাঠক্রম ও মূল্যায়ন পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণ করতে পারেনা। শিক্ষা কৌশল ও মূল্যায়নের নমনীয়তা অভাব একটি বড় বাধা।
- **ভাষা ও যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতা:** শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা, দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা বা অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ভাষার শিক্ষার্থীরা যোগাযোগের সমস্যা অনুভব করে তাই শিক্ষক বা সহপাঠীরা যদি বিকল্প যোগাযোগ পদ্ধতিতে দক্ষ না হন, তাহলে এসব শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্ত হয়।
- **নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক সহায়তার অভাব:** বিদ্যালয়ে প্রধান বা প্রশাসক যদি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না হয় তবে আন্তরিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা বাস্তবায়নে খুবই সমস্যা দেখা দিতে পারে।

যেসব গুরুত্বপূর্ণ বাধা গুলি রয়েছে সেগুলি দূর করার উপায়:

- বিশেষ শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যক্রমে প্রয়োজনমতো অবশ্যয় নমনীয় দরকার। উন্নত পাঠক্রমের জন্য অনেক সময় তারা বাধা কাটিয়ে উঠতে পারে না।
- Drop out হলো আরেকটি সমস্যা। প্রতিবছর বহু শিক্ষার্থী বিদ্যালয় থেকে Drop out হয়ে যায়। প্রথমেই Drop out এর কারণগুলি নির্নয় করে সেগুলি সমাধানের পথে এগোতে হবে।
- অনেক সময় গ্রাম্য অঞ্চলের বিশেষ অভিভাবকদের শিক্ষার্থী সম্পর্কে একটি ভিন্ন ধারণা থাকে। অনেকেই জানে না যে বিশেষ শিশুদের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। অনেক অভিভাবক তাদের শিশুদের অর্থ উপার্জনের একটি কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেন। এগুলি থেকে মুক্ত হতে অবশ্যই সচেতনতা গড়ে তোলা প্রয়োজন।

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ বা সুবিধা:

- **সকল শিক্ষার্থীদের সমান সুযোগ:** অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করে সকল শিশু তাদের দক্ষতা পটভূমি বা মানবসম্মত প্রক্রিয়ায় শিক্ষার সমানাধিকারের কথা বলে। এটি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সাথে সাধারণ শিক্ষার্থী, শিক্ষক, পরিবার, বিদ্যালয় ও পুরো সমাজকে উপকৃত করে।
- **আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি:** সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের একসঙ্গে শিক্ষালাভ করলে তাদের ফলাফলের সাথে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায় ও তাদের সহপাঠীদের সহযোগিতা সহশিক্ষণ ও বিভিন্ন ধরনের নতুন কৌশল দ্বারা উপকৃত লাভ করে।
- **শিক্ষকের দক্ষতা বৃদ্ধি:** সাধারণ শিক্ষার্থীর সাথে বিশেষ শিক্ষার্থীরা একসাথে পড়াশূনা করায় শিক্ষকেরও সেই পরিবেশ নতুন পদ্ধতি, নমনীয়তা ও সৃজনশীলতা নতুন নতুন কৌশল অর্জন করতে হয়। এছাড়াও তার বৈচিত্র্যপূর্ণ শ্রেণী পরিচালনার দক্ষতা দেখাতে সমর্থ হন।

- **বাস্তব জীবনের বৈচিত্র্য মোকাবিলার প্রস্তুতি**: অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা সমাজের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে, যেখানে সকল ধরনের মানুষ একসাথে কাজ করে। এটি শিক্ষার্থীদের সহনশীলতা, গণতান্ত্রিক চেতনা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক মনোভাব গঠনে সহায়তা করে।
- **বিদ্যালয় সংস্কৃতি ও সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধিকরণ:** এই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যালয়-পরিবার সম্প্রদায়ের সম্পর্ককে মজবুত করে ও একটি ইতিবাচক গ্রহণযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি করে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার রূপায়নের জন্য বেশ কিছু নীতির কথা বলা হয়েছে-

জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য উন্নয়নশীল সমস্ত রাষ্ট্রই বর্তমানে সকলের জন্য শিক্ষা (Education for all) ধারণাটিকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে অক্ষমতাযুক্ত শিশুদের অধিকারকে একটি আন্তর্জাতিক চিন্তাধারার রূপদানে পক্ষপাতী। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন: UNESCO, ILO, WHO, UNO প্রভৃতি প্রতিটি মানুষের শিক্ষার অধিকারদানের পক্ষপাতী ও এই সংস্থাগুলি সমগ্র বিশ্বব্যাপী অক্ষমতাযুক্ত বা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের বাস্তবায়নের কথা বলেছেন। জনসচেতনতা, বৃদ্ধি, প্রতিবন্ধী শিশুর পিতা-মাতার সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়কে গুরুত্ব দেয়ার জন্য সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও বেসরকারি সংস্থাকেও প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষাদানে অগ্রগতি ভুমিকা গ্রহণে উৎসাহ দেওয়া হয়।

এইভাবে ক্রমশ বিশেষ শিক্ষা প্রসার লাভ করতে থাকে। বর্তমানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৩৭ টি বিশেষ শিক্ষায় ডিপ্লোমা কোর্স ও এর সাথে বিশেষ শিক্ষায় B.ed., M.ed. কোর্স প্রচলিত আছে। এমনকি বিভিন্ন গবেষক বিশেষ শিক্ষাকে তাদের গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

RCI ACT-1992: Rehabilitation council of India এটি হলো একটি ভারতীয় পর্ষদ যা ভারতের সমগ্র প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে সব কার্য পরিচালনা করে। 1992 সালে ভারতীয় সংসদে গৃহীত RCI ACT প্রতিবন্ধী যা এখন ব্যতিক্রমধর্মী শিশুর পুনর্বাসন ও বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্রে পেশাদার প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মানোনয়ন মানদণ্ড নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে একটি ঐতিহাসিক আইন।

সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিশেষ শিক্ষা সংক্রান্ত যেসমস্ত কোর্সগুলি পরিচালনা করে তাদের অনুমোদন থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রে R.C.I.-এর নিয়ন্ত্রণ বলবৎ হয়। 2000 সালে এই আইনে কিছু পরিবর্তন ঘটানো হয়। বর্তমানে বিভিন্ন পুনর্বাসন সংস্থাকে এই পরিবর্তনের দ্বারা বিশেষ শিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণায় উৎসাহি করে।

ভারতের পুনর্বাসন পরিষদ আইনের উদ্দেশ্য:

- ভারতের সব বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি RCI দ্বারা পরিচালিত হবে।
- কোন ব্যক্তি বিশেষ শিক্ষার উপর কোন প্রশিক্ষণ লাভ করলে তা RCI দ্বারা অনুমোদন হতে হবে।
- দেশের অভ্যন্তরে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা যেমন- University, NCTE, UGC, NGO এদের সঙ্গে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ রাখে RCI .
- RCI সমস্ত বিশেষ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিশেষ বিদ্যালয় সবকিছুতে পরিদর্শন ও তদারকি করেন।
- বিশেষ শিক্ষার উপর শুধু কোর্স করেই সমাপ্ত নয়, বিশেষ শিক্ষাকে সারাজীবন update থাকতে হয় এইজন্য বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্রে CRE program- এর মাধ্যমে update করানো হয়।

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষায় R.C.I-এর ভূমিকা:

Rehabilitation Council of India অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশেষ করে প্রতিবন্ধী বা অক্ষমতাযুক্ত শিশুদের মূল ধারায় পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়া ও বিদ্যালয়ে সঠিকভাবে শিক্ষাপ্রদান নিশ্চিত করার জন্য R.C.I. একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বিশেষায়িত শিক্ষণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উন্নয়ন:

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার জন্য বিশেষ শিক্ষকদের প্রস্তুত করতে বিশেষভাবে স্বীকৃত প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে। এদের মধ্যে রয়েছে B.ed. Special Education, M.ed. Special Education ও D.el.ed Special Education এই কোর্স গুলির মাধ্যমে শিক্ষকদের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা যেমন শ্রবণ, দৃষ্টি, বুদ্ধি বিভিন্ন অক্ষমতাযুক্ত শিশুদের সম্পর্কে ধারণা হয় তেমনি কিভাবে এই শিশুদেরকে নিয়ে কাজ করা ও পাঠদান কীভাবে করাতে হবে তার সম্পর্কে জানতে পারে।

পাঠক্রমের নকশা ও মানদণ্ড নির্ধারণ:

যে সমস্ত প্রশিক্ষণ কোর্স অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার মূলনীতি ও প্রয়োগযোগ্য কৌশল গুলি যথাযথ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ভিন্নতা ভিত্তিক পাঠদান (Differentiated Instruction) ও IEP (Individualized Education Program) ও সাধারণ শিক্ষকদের সঙ্গে সহযোগিতা। এভাবে RCI একটি সংহত ও বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ কাঠামো গড়ে তোলে যা বাস্তব শিক্ষাঙ্গনে প্রয়োগযোগ্য।

নীতিগত সহায়তা ও পরামর্শদান:

RCI বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয়ে কাজ করে যাতে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রতিফলিত হয়। RCI শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন ধাপে সামগ্রিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে প্রস্তাব ও পরামর্শ দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে তারা "Right to Education Act" NEP-2020 সহ নানা নীতির সঙ্গে অন্তর্ভুক্তমূলক শিক্ষার সামঞ্জস্য রক্ষা করে।

গবেষণাকে উৎসাহ প্রদান:

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রমাণভিত্তিক (evidence based) কার্যকর পদ্ধতি চিহ্নিত করতে গবেষণাকে উৎসাহ দেওয়া।

RCI অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি গড়ে তুলেছে, যেখানে প্রশিক্ষিত শিক্ষক জনসম্পন্ন পাঠ্যক্রম, নীতিগত সহায়তা ও মানবিক শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

Person with Disability Act 1995:

বিশেষভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের উন্নতি কল্পে তাদের আর ও এগিয়ে নিয়ে যেতে ভারত সরকার Person with Disability Act নামে একটি আইন প্রণয়ন করেন।

এই আইনে বিশেষ উদ্দেশ্য সমাজে বিশেষ ও সাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যে যে বৈষম্য তৈরি হচ্ছে তা দূর করার জন্য এই আইন চালু।

এখানে 7 টি অক্ষমতার কথা বলা হয়েছে :

Blindness, Low Vision, Leprosy Cured, Hearing Impairment, Locomotor Disability, Mental Retardation and Mental Illness.

পরবর্তীতে RPWD Right to Person With Disability Act 2016 সালে 21 টি শ্রেণীকে অক্ষমতাযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

শিক্ষা:

- প্রতিটি অক্ষমতাযুক্ত শিশুর 18 বছর বয়স পর্যন্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা।
- অক্ষমতা যুক্ত শিশুর জন্য যতটা সম্ভব বাধামুক্ত পরিবেশের ব্যবস্থা করা।
- অক্ষমতাযুক্ত শিশুদের বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ ও বৃত্তির ব্যবস্থা করা।
- অক্ষম শিশুদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

অক্ষমতা যুক্ত শিশুদের জীবনযাত্রার মান কিভাবে বাড়ানো যায়, চাকরি ক্ষেত্রে আরও কী কী সুবিধা প্রদান করা যায় বা অক্ষমতা প্রতিরোধের উপায় সে বিষয়ে গবেষণার উৎসাহ প্রদান করতে হবে।।

NEP-2020 (National Education Policy):

জাতীয় শিক্ষানীতি 2020, ভারতের শিক্ষা ক্ষেত্রে যা বিশেষ করে অন্তর্ভুক্তি শিক্ষা (Inclusive Education) ক্ষেত্রে একটি বিস্তৃত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। NEP-2020 সমতা প্রবেশাধিকারের সুযোগ ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে দাড়িয়ে সুষ্ঠুভাবে স্বীকার করেযে, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা শুধুমাত্র প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য নয় বরং সমাজের নির্যাতিতা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমন- তালিকাভুক্ত জাতি ও উপজাতি, অনগ্রসর শ্রেণী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় প্রভৃতি।

NEP 2020 বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শুধুমাত্র একাডেমিক ক্ষেত্র নয়, কারিগরি শিক্ষা ও জীবনদক্ষতা অর্জনের দিকেও গুরুত্ব দেয় যাতে তারা ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষা কিংবা উপার্জন পেশায় প্রবেশ করতে পারে। এই নীতির অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি শুধু শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নয়, বরং এটি শেখার অক্ষমতা, অটিজম, বুদ্ধিভিত্তিক প্রতিবন্ধকতা মানসিক সমস্যা ও আচরণগত জটিলতা সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে ও সমস্যা থেকে শেখার প্রয়াস করে।

অক্ষমতাযুক্ত ব্যক্তির অধিকার আইন RPWD ACT সমাবেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাকে এমন একটি ব্যবস্থা হিসেবে নেয় যেখানে সাধারণ ও বিশেষ অক্ষমতাযুক্ত শিক্ষার্থী সমান অংশগ্রহণের নিশ্চিতকরণে সহায়ক অগ্রাধিকার দেয় এই NEP-2020 নতুন নীতি।

Foundational স্তর থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত নিয়মিতভাবে বিদ্যালয় প্রক্রিয়াতে পুরোপুরি অংশগ্রহণ নিতে সক্ষম ও এর সাথে এটাও দেখতে হবে যে, বিদ্যালয় পরিসরে অক্ষমতাযুক্ত শিশুদের যেখানে প্রয়োজন সেখানে একটি সংশোধন বা Resource room এর কেন্দ্র স্থাপন করা।

অক্ষম শিশুদের নিরাপত্তা ও সুব্যবস্থার জন্য পর্যাপ্ত মনোযোগ দেওয়া হবে। RPWD ACT 2016 অনুসারে অক্ষমতাযুক্ত শিশুরা নিজেদের পছন্দমত সাধারণ পড়াশুনা বিদ্যালয়ে পড়তে পারে। এই শিশুরা তাদের পড়াশুনা ভালোভাবে বাড়িতে করতে পারে ও তাদের দক্ষতা গুলি সাধারণভাবে বিকশিত হয়। তার উপর NEP ২০২০ বিশেষ জোড় দিয়েছেন।

NEP-2020 কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য:

- সবধরনের শিক্ষার্থী সাধারণ ও অক্ষমতাযুক্ত শিক্ষার্থীর একসাথে পড়াশোনা করে। বিদ্যালয়ে তারা যেন আর্থসামাজিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল হয় । বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সাথে আশেপাশের সমাজকেও ধনাত্মক পরিবেশ রাখতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের বিষয় নির্বাচনে সরলীকরণ হতে হবে। Multidisciplinary বা বহুবিষয়ক শিক্ষাকে উৎসহ দিতে হবে অর্থাৎ শিল্প, বিজ্ঞান,সাহিত্য ইত্যাদির মধ্যে ব্যবধান ভেঙে সামগ্রিক উন্নয়ন করতে হবে।
- অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের উপর গুরুত্বপূর্ণ সেটা প্রদান করতে হবে। এছাড়াও IEDC-1974, National Trust Act-1999, SSA-2000, Kothari Commission (1964-66) & NEP-1986 অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাদানের উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন।

উপসংহার:

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক অনবদ্য অবদান শিক্ষার ক্ষেত্রে। এই শিক্ষার সামঞ্জস্য রেখে সবকিছু শেখানো হয় যেন পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী হীনমন্যতায় না ভোগে। বিভিন্ন ধরনের যে আইন কানুন পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য সে আইন গুলি শুধুমাত্র খাতার কলমে না থেকে যেন বাস্তবে প্রয়োগ হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের সকলকে। সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য যেমন প্রয়োজন শিক্ষার তার থেকে বেশি প্রয়োজন পরিবার ও সমাজের উদার মানসিকতা ।

Reference/তথ্য সংগ্রহ:

- Debnath, D. & Debnath A. K ব্যতিক্রমী ধর্মী শিশু ও তার শিক্ষা, রীতা পাবলিকেশন।
- Nanda, B. & Jaman, S. ব্যতিক্রমী ধর্মী শিশু, মাওলা ব্রাদার্স. ISBN-984 410 3746.
- Biswas, S. অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা. ISBN-978- 93-5592-657-9.
- Ghorai, N.C, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, ISBN -978-81-9829-68-7-0
- Byapari, P. Mandal, R. K. বিশেষ শিক্ষা, কিরণ পাবলিকেশন।
- Mangal, S.K, Educating Exceptional Children. -2021.